বন্যা ও বন্যা পরবর্তীতে চাষী ভাইদের করণীয়

রোপা আমন :

- বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়ার পর যেসব ক্ষেতে ধানের চারা বেঁচে আছে সেসব চারার পাতায় কাদা বা পলি মাটি লেগে থাকলে পানি স্প্রে করে পাতা ধুয়ে দিন। ক্ষেতের পানি নেমে যাওয়ার ৭-১০ দিন পর বিঘা প্রতি ৭-৮ কেজি ইউরিয়া ও ৫-৬ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করুন।
- আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ জমির এক পাশের চারা তুলে নিয়ে অপর পাশের ফাঁকা জায়গা গুলো পুরণ করে দিন। সৃষ্ট খালি জায়গায় পানি সরে গেলে পুনরায় ধানের চারা লাগিয়ে দিন।
- বন্যা মুক্ত উচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করে নাবী জাতের ধান বিআর-২২, বিআর-২৩, ব্রিধান-৩৪, ব্রিধান-৪৬, ব্রিধান-৫৪, বিনাশাইল, নাজিরশাইলসহ স্থানীয় জাত সমূহের বীজ ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বীজতলা বপণ করতে পারেন। এছাড়া ব্রি উদ্ভাবিত স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন জাত ব্রি ধান-৫৭ ও ব্রিধান-৬২ রোপণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ৩০শে আগষ্ট পর্যন্ত বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।
- বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় উচু জমির অভাবে কলা গাছের ভেলা বা চাটায়ের উপর কাঁদা মাটির পলি দিয়ে 'ভাসমান বীজতলা' তৈরী করে দড়ির সাহায্যে খুঁটি বা গাছের সাথে বেঁধে রাখুন।
- দাপগ বীজতলায় উৎপাদিত চারা দুই সপ্তাহের মধ্যে অথবা পানি নামার সাথে সাথে রোপণ করুন।
- নাবী জাতের ধান রোপনের বেলায় প্রতি গুছিতে ৬-৭টি করে ৪০-৬০ দিনের বয়স্ক চারা রোপন করুন।
- মনে রাখবেন ব্রি ধান-৫১, ব্রিধান-৫২ হল বন্যা সহনশীল আমনের জাত। পরবর্তী বছর বন্যা প্রবণ এলাকায় এ জাতের রোপা আমন চাষ করবেন।
- উফশী চারা না পাওয়া গেলে স্থানীয় জাতের ধান যেমন: হাসিকলমী, সাইটা, গড়িয়া, গাইঞ্জা এসব জাতের গজানো বীজ আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত ছিটিয়ে বপন করুন।
- বন্যা পরবর্তী ধানের জমিতে মাঝড়া, বাদামি ও সাদা পিঠ গাছ ফড়িং, পাতা মোড়ানো পোকা, গলমাছি, পামরি পোকার আক্রমন হতে পারে। নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করে ব্যাপক আক্রমন হওয়ার পূর্বেই দমনের ব্যবস্থা নিন।
- বন্যা পরবর্তী ধানে ব্লাস্ট ও বাদামী রোগ হতে পারে। সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার সহ ব্লাস্ট রোগে নেটিভো/ ট্রুপার থোর এবং ফুল আসার পর বিকাল বেলায় অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। বাদামি দাগ রোগের জন্য বিঘাপ্রতি অতিরিক্ত ৫-৭ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করুন।

আউশ ধান ও পাট:

- আউশ ধান শতকরা ৮০ ভাগ পাকলেই কেটে সংগ্রহ করা যায়। ডুবে গেলে বা ডুবে যাওয়ার আশংকা থাকলে আউশ ধান ও পাট কেটে নিন।
- পাট গাছের ডোগা তিন ফুট পরিমান কেটে মাটিতে পুঁতে, পরে নতুন ডাল পালা বের হলে তা বীজ উৎপাদনের জন্য রেখে দিন।

আগাম রবি ফসল:

- পানি নেমে গেলে বিনা চাষে গিমাকলমি, লালশাক, ডাঁটা, পালং, পুঁই, ধনে, ভুট্টা, সরিষা, মাসকলাই, খেসারি আবাদ করতে পারেন।
- বন্যার সময় শুকনা জায়গার অভাব হলে টব, মাটির চাড়ি, কাঠের বাক্স, কাটা ড্রাম, পলি ব্যাগ ও কলার ভেলায় ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, লাউ ও মরিচের আগাম চারা উৎপাদন করা যায়। লতিরাজ কচু চাষ করুন।
- আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ শাক সবজি ও অন্যান্য ফসলী জমির রস কমানোর জন্য মাটি আলগা করে ছাই মিশিয়ে দিন এবং সামান্য ইউরিয়া ও পটাশ সার প্রয়োগ করুন।
- বন্যা পরবর্তী মৌসুমে বীজের সংকট মোকাবেলার জন্য সংরক্ষিত বীজ রোদে ভালভাবে শুকিয়ে ছায়ায় ঠান্ডা করে পুনরায় সংরক্ষণ করুন।

অন্যান্য পরামর্শ:

- আখের জমি বন্যায় প্লাবিত হওয়ার আগে গোড়ায় মাটি দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে দিতে হবে। ঢলে পড়া থেকে আখ গাছকে রক্ষার জন্য গাছের জার মুঠি করে বেঁধে দিতে হবে।
- রোপিত বনজ, ভেষজ ও ফলের চারায় জমে থাকা পানি নিকাশের জন্য নালা করার ব্যবস্থা নিন। প্রয়োজনে গোড়ায় মাটি দিয়ে চারা সোজা করে খুঁটির সাথে বেধে দিন। গোড়ার মাটি শুকালে নিয়মিত পরিচর্যা করুন।
- চরাঞ্চলসহ অন্যান্য উপযুক্ত এলাকায় মিষ্টি আলু, তরমুজ, বাঙ্গি, চীনা বাদাম, মরিচসহ বিভিন্ন ফসল চাষ করুণ।

বিস্তারিত পরামর্শের জন্য নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসের সাথে যোগাযোগ করুণ। তাছাড়া কৃষি কল সেন্টারে ১৬১২৩ নাম্বারে কল করে কৃষি বিষয়ক যে কোন পরামর্শ নিন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, খামারবাড়ি, ঢাকা।
www.dae.gov.bd